দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..13 JAN 2014...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সোয়া দুই কোটি টাকা ক্ষতি হাইস্কুল কলেজ মাদ্রাসার

নির্বাচনি সহিংসতায় সর্বোচ্চ ক্ষতি রংপুর বিভাগে

■ নিজামুল হক

নির্বাচনী সহিংসতায় দুর্বৃত্তদের দেয়া আগুনে পুড়ে যাওয়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান যৌথভাবে প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে মাউশির কাছে পাঠিয়েছে।

মাউশির তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২ কোটি ১৮ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। এর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি ৭৫ লাখ ৭৮ হাজার টাকা, কলেজে ২১ লাখ এবং মাদ্রাসায় ২২ লাখ টাকা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে রংপুর বিভাগে—দেড় কোটি টাকার বেশি।

নির্বাচনী সহিংসতায় ৮৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৬টি মাদ্রাসা, ১১টি কলেজে দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। কোথাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করা হয়, আবার কোথাও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এতে পুড়ে যায় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ অন্যান্য আসবাবপত্র।

বছরের শেষের দিকে হওয়ায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই নতুন এবং পুরাতন পাঠ্যবই ছিল। ২ জানুয়ারি বই উৎসবের দিন বেশ কিছু বই বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু যেসব ছাত্র-ছাত্রী নতুন ক্লাসে ভর্তি হয়নি, তাদের বইগুলো বিতরণ করা হয়নি, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত ছিল। আগুন দেয়ায় শিক্ষার্থীদের ওইসব বই কোথাও আংশিক আবার কোথাও সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। অনেক স্থানে আগুন ধরিয়ে দেয়ার পরপরই স্থানীয়রা তা নেভাতে সক্ষম হয়। সে সময়ে অনেক প্রতিষ্ঠানেই বই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা বিতরণযোগ্য নয়। তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), দেশের প্রতিটি উপজেলায় সব স্তরের জন্য

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সোয়া দুই কোটি টাকা

২০ পৃষ্ঠার পর

প্রায় ৫ শতাংশ বই সংরক্ষিত রয়েছে। যা দিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে আনা অনেকাংশে সম্ভব।

কুমিল্লা অঞ্চলের লক্ষ্মীপুরে ৫টি মাধ্যমিক স্কুল, ২টি মাদ্রাসা, ১টি কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে হাজিরহাট মিল্লাত একাডেমীর ক্ষতির পরিমাণ বেশি। প্রতিষ্ঠানটিতে ৪ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। কুমিল্লার বুড়িচংয়ে দুর্বৃত্তদের সহিংসতার শিকার হয় ১টি মাদ্রাসা। পুড়ে যায় আসবাবপত্র।

খুলনার ১টি মাধ্যমিক স্কুল, ১টি মাদ্রাসা, চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার ১টি মাধ্যমিক স্কুল ও ফেনীতে ২টি মাধ্যমিক স্কুল সহিংসতার শিকার হয়। পিরোজপুরের দেবীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্ষতি হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি সংস্কারে ৭০ হাজার টাকা প্রয়োজন হবে বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি) জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসার।

রংপুর জেলার ৬টি মাধ্যমিক স্কুল, ৭টি মাদ্রাসা ও ২টি কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে বেশি ক্ষতি হয় পীরগাছার জ্ঞানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়। এ প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতির পরিমাণ ৬ লাখ টাকা।

দিনাজপুর জেলায় সহিংসতা চালানো হয় ২৪টি মাধ্যমিক স্কুল, ৫টি মাদ্রাসা ও ২টি কলেজে। সহিংসতার ফলে এই জেলায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল খানসামার মাওরমারী উচ্চ বিদ্যালয়। এ প্রতিষ্ঠানটি সংস্কারে প্রয়োজন হবে ১২ লাখ টাকা।

গাইবান্ধার ২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি মাদ্রাসা ও ১টি কলেজে সহিংসতা চালানো হয়। সহিংসতার ফলে নীলফামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৪টি মাধ্যমিক স্কুল, ২টি মাদ্রাসা ও ১টি কলেজ। এর মধ্যে বেশি ক্ষতি হয় ডিমলার মাতজান উচ্চ বিদ্যালয়। এ প্রতিষ্ঠানটির ক্ষতি ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ঠাকুরগাঁওয়ে ৭টি মাধ্যমিক স্কুল, ২টি মাদ্রাসা ও ১টি কলেজ এবং রাজশাহীতে ২টি ও সিলেটের মৌলভীবাজারে ১টি মাধ্যমিক স্কুল নির্বাচনী সহিংসতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়া নির্বাচনী সহিংসতার শিকার হয়েছে ৪১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করছে। আজ মন্ত্রণালয়ে এ তালিকা জমা দেয়া হবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, 'বিভিন্ন জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমরা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। এখন মন্ত্রণালয়ই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।' তিনি আরো জানান, ক্ষয়-ক্ষতির ফলে এসব স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে তা নয়, শিক্ষা কার্যক্রম চলছে।